বাইবেলের সত্যতা খুঁজতে

প্রথম খণ্ড

বাইবেলের সত্যতা খুঁজতে

(পাঠ ১ ও ২)

বিষয় সূচী

পাঠ ১ বাইবেল সম্পর্কে।

পাঠ ২ আমরা যা বিশ্বাস করি সেটা কি কোন বড় বিষয় ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

Searching For Bible Truth
Correspondence Course
(Part 1 - Lessons 1 & 2)

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS OV Re-edit (with permission)

Revised Second Edition printed August 2004

ডাকযোগে খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল কোর্স

শুরু করবার আগে ঃ

বাইবেলের বিষয় সম্পর্কে জানা আসলে একটা মজার অভিযাত্রার মত। বাইবেল কোর্সের বিষয়গুলি এই উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা, যেন সেগুলি জীবনের দীর্ঘ পথযাত্রার মাইলফলক হিসাবে বাইবেলের বিষয় বুঝতে নির্দেশনা দান করে। এই কোর্সে বা পাঠ্যক্রমে মোট এগারোটি পাঠ রয়েছে এবং সেগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ বাইবেল শিক্ষা সম্পর্কিত।

এই কোর্স থেকে উপকার পেতে হলে আপনার অবশ্যই নিজের একখানা বাইবেল থাকতে হবে। বাইবেল না পড়া পর্যন্ত শুধুমাত্র এই কোর্স আপনাকে বেশি সাহায্য করতে পারবে না। প্রায় সব দেশেই বাইবেল সোসাইটির সাথেই একটা ছোট বুকষ্টল আছে যেখান থেকে আপনি বাইবেল কিনতে পারেন বেশ সস্তায়। খেয়াল রাখবেন, যে বাইবেলটি কিনছেন সেটি সম্পূর্ণ বাইবেল কিনা অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন নিয়ম, উভয়ই আছে কিনা। আর যদি আপনার কেনার সামর্থ না থাকে তবে আমাদের বাইবেল মিশনকে জানান, তাহলে আমরা খুব কম দামে আপনার জন্যে একটা বাইবেল পাঠাতে পারি। প্রতিটি পাঠ অন্ততঃ তিনবার করে পড়া উচিত। প্রথমতঃ কি বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে তা বোঝার জন্য মনযোগ দিয়ে তাড়াতাড়ি একবার পড়া উচিত। এরপর পাঠের উপরে যেভাবে যতটুকু পড়া হয়েছে সেভাবে একবার পড়া উচিত। তারপর আবার যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে ফিরে যান এবং সতর্কভাবে পাঠ করুন এক অংশ হতে অন্য অংশ পর্যন্ত। এসময়ে আপনার নিজের বাইবেলটি খুলুন এবং যে অংশটুকু পড়তে বলা হয়েছে, সেটি সম্পূর্ণভাবে পড়ার সময়ে যেগুলি একটু কঠিন মনে হয় কিংবা যেগুলির সাথে আপনি একমত নন, সেগুলি চিহ্নিত করে রাখুন। (হয়তবা আপনি পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ক্রমশ সেগুলিও পরিস্কার হয়ে যাবে)। তারপর এই প্রথম বসাতেই আর একবার পাঠটি পড়ে শেষ করুন।

প্রতিটি পাঠের শেষে ও পাঠের মধ্যে সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী দেওয়া আছে। প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার সময় আপনি যা বিশ্বাস করেন সেগুলিই উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন। পাঠে যা বলা হয়েছে সেভাবেই শুধুমাত্র কপি করার চেষ্টা না করে বরং নিজের ভাষায় উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন। পাঠের কোন বিষয় যদি বুঝতে না পারেন বা কোন প্রশ্নের তত্ত্ব না দিতে পারেন তবে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে কি চিন্তা করেন বা কি বলতে চান সে বিষয়ে দয়া করে মন্ত ব্য করুন বা ব্যাখ্যা দিন। কোন কারণে উত্তর পাঠাতে না পারলে আমাদেরকে অন্ততঃ এইটুকু খবর দিন যে আপনি এখনও বাইবেল কোর্স করতে চান ও পাঠগুলো ধারাবাহিক ভাবে পেতে চান।

অনুগ্রহ করে আপনার উত্তরগুলো এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন ।

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, **১২১৩, বাংলাদেশ** *বা*

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

পড়া ঃ

প্রতিটি লোকেরই পড়ার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমরা এই পরামর্শ দিতে পারি যে পরবর্তী পাঠে যাবার আগে নিশ্চিত হোন যে বর্তমান পাঠ সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝেছেন কিনা।

সময়টাকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা ঃ

বাইবেলের এই কোর্স পড়তে আপনাকে প্রতিদিনই কিছু সময় দিতে হবে। বাইবেল পাঠের জন্য প্রায় ১৫ মিনিট ও পাঠ অধ্যয়নের জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে এক ঘন্টা এবং পাঠের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আরো কিছু সময় দিতে হবে। কিন্তু আস্তে আস্তে আপনি দেখবেন যে বাইবেল এমন একটা মজার বই, যা আপনার আরো বেশি সময় ধরে পড়তে ইচ্ছে করছে। আপনি নিশ্চই আপনার পরিবারের অন্যদেরকেও নিয়ে কিংবা আপনার কোন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়েও এই কোর্স করতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। হয়তবা

এটাকেই কেন্দ্র করে আপনি বাইবেল ষ্টাডী ক্লাস বা এমন কিছু গড়ে তুলতে চাইবেন। আর আপনি যখন অন্য কারো সাথে একত্রে এই বাইবেল ষ্টাডী করেন তখন আরো বেশি শিখতে পারেন।

বাইবেল পাঠ করা ঃ

বাইবেলে আসলে মজার মজার সব বিষয়ে পরিপূর্ণ। শুধু তাই নয় - এটি ঈশ্বরের বাক্যও। সুতরাং এটি পড়ার সময় প্রার্থনা সহকারে শুরু করা ভালো। বাইবেলে একটা প্রার্থনা আছে, সেটি মুখস্ত করতে পারলে খুব ভালো হয়- "আমার নয়ন খুলিয়া দেও, যেন আমি দর্শন করি, তোমার ব্যবস্থায় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় দেখি" (গীতসংহিতা ১১৯:১৮)।

আর এই কারণে প্রতিদিন একটু একটু করে বাইবেল পড়া এবং তা বোঝার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে আমরা আরো বেশি করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারব যে এটি ঈশ্বরের বাক্য শুধু তাই নয়, বরং আমরা এ বিষয়েও জীবন্ত অনুভূতি লাভ করব যে আমাদের জীবনের উপর এর একটা প্রভাব পড়ছে, আমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করছে এবং আমাদেরকে আরো ভাল মানুষ করে গড়ে তুলছে।

পাঠ - ১
বাইবেল সম্পর্কে

বাইবেল পাঠ ঃ গীতসংহিতা ১ অধ্যায় ও ১৯ অধ্যায়;
২য় তীমথিয় ৩ অধ্যায়

একজন খ্রীষ্টাডেলফিয়ান হিসাবে আমরা বাইবেলকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়কর বই হিসাবে দেখি, সে কারণে আমরা এ সম্পর্কিত আমাদের ধ্যানধারণা আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই।

বাইবেল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন সম্পর্কে বলে। এখানে ঈশ্বর তার মানব সৃষ্টির সঙ্গে কথা বলছেন। ঈশ্বরের হাতের কাজের অন্যান্য সৃষ্ট জীবের সাথে তাঁর সৃষ্টি হিসাবে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে বাইবেল বলে। আমরা কিভাবে ঈশ্বর ও মানুষের সাহচর্য থেকে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাপন করব তার সঠিক পথ দেখায় এটি। বাইবেল - কথাটির অর্থ বইটি 'জীবনের বই বা পুস্তক'। এখানে দেখানো হয়েছে যে ঈশ্বরের চাওয়া অনুসারে আমরা কিভাবে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে ও বাধ্য থাকতে পারি। এখানে আনুগত্য অর্থ-ঈশ্বরের নির্দেশ বা আদেশসমূহ গ্রহণ করা, আর 'বাধ্যতা' - অর্থ দিন দিন প্রতিদিন আমাদের বাস্তব জীবনে ঈশ্বরের সেই আদেশ পালন করা বা প্রয়োগ করা। যারা ঈশ্বরের সেই আদেশ অনুসারে কাজ করে, তাদের বর্তমানের জন্য ও ভবিষ্যতের অনন্ত জীবনের জন্য হৃদয়ের শান্তি দান করার প্রতিজ্ঞা করা আছে বাইবেলে। যীশু খ্রীষ্ট বলেন, "শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি" (যোহন ১৪:২৭)। আমরা যদি আমাদের চারপাশে যাদের সাথে বসবাস করি তাদের দিকে খেয়াল করি এবং তার মাঝে যদি চাঁদ, সূর্য্য, তারাসহ সৃষ্টির সবকিছুই থাকে তবে আমরা দেখব যে, তারা সকলেই একটা নিয়ম মেনে চলছে, সেটি ঈশ্বরের আইন বা নিয়ম। ঈশ্বরের গড়া এই প্রাকৃতিক জগত চলছে স্পষ্টতঃ এক অতি উচ্চের সুসংগঠিত ও নিখুঁত বিধি কলাপের মধ্যে দিয়ে। প্রতিদিনই সূর্য্য উঠছে আবার অস্ত যাচ্ছে। বসন্ত আসে, সাথে সাথে চারিদিকে ফুল ফোটে এবং

গাছে গাছে কুঁড়ি আসে, এরপর গ্রীষ্মকালে গাছের ফল পাকে ও শরৎ কালে পাকা ফসল কৃষকের ঘরে উঠে, এরপর আসে শীত এবং প্রকৃতির বেশির ভাগ অংশ যেন ঘুমায়। এগুলির প্রত্যেকটি ঈশ্বর যে নিয়ম বা বিধি বেঁধে দিয়েছেন সেটা পূর্ণ করার জন্য কাজ করে যায়। ঈশ্বর সর্বজ্ঞানী ও সর্ব ক্ষমতাময়, তিনি যা কিছু করেন তার একটি উদ্দেশ্য থাকে।

বাইবেল আসলে ঈশ্বরের কাজ, যেমন, এখানে যা লেখা হয়েছে তা ঈশ্বরই বলেছেন। এটিই একমাত্র বই এই জগতে যেটি ঈশ্বর নিজে লিখেছেন। তার অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর মানুষের কাছে তার কথা প্রকাশ করার জন্য নিজের হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন বা বলতে চেয়েছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির সাথে তার পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা লিখে রাখবার জন্য ঈশ্বর মানুষের অন্তরে তা বলেছেন ও মানুষের হাত দিয়ে সেগুলি লিখেছেন। এভাবে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সমস্ত কাজকর্মের একটি সত্য বর্ণনা এই বাইবেলে লিখেছেন।

সর্বমোট ৬৬টি বই নিয়ে বাইবেল তৈরী হয়েছে। ৩৯টি পুরাতন নিয়ম ও ২৭টি নূতন নিয়মের বই। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের শত শত বছর আগের লেখা পুরাতন নিয়ম বাইবেলেরই একটি অংশ। আর নূতন নিয়মটি তার মৃত্যুর প্রায় একশত বছরের মধ্যে লেখা। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন লেখক এই বইগুলি লিখতে সাহায্য করেছেন। এই লেখকদের মধ্যে ছিলেন বেশ ক'জন রাজা, পুরোহিত, ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর লোক, মাছ ধরার জেলে, ডাক্তার বা চিকিৎসক ও একজন ট্যাক্স সংগ্রহকারী। বাইবেলের এই বইগুলি প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে লেখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও গোটা বাইবেলে একপ্রানন্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একই বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। দয়া করে আপনার বাইবেলটি খুলুন ও ২য় তীমথিয় ৩:১৬-১৭ পদ দুটি পড়ুন। এখানে লেখা আছে - "ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্রেক শাস্ত্রলিপি..."। এখানে শাস্ত্র বলতে পুরাতন ও নূতন নিয়মের পবিত্র লেখাগুলিকে বোঝানো হয়েছে। যেমন - গোটা বাইবেল বা এর কোন অংশ। সুতরাং গোটা বাইবেলটাই ঈশ্বরের দ্বারা লেখা হয়েছে।

অনেক প্রাচীন লিখিত দলিল বা পান্ডুলিপি, যাদের কোন কোনটির বয়স প্রায় দুই হাজার বছর, এমন সব পান্ডুলিপি থেকে বাইবেল পরবর্তীতে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। প্রাচীণ এই সব দলিল থেকে বেশ কয়েক ধরণের ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সুতরাং এই কোর্সের জন্য 'ডঃ উইলিয়াম কেরীর' অনুবাদ থেকে হয়ত আপনার বাইবেলের ভাষা সামান্য ভিন্ন হতে পারে। তবে সকল ভালো অনুবাদেই মূল বার্তা বা বক্তব্য সম্পূর্ণ একইরূপ। বাইবেল এ যাবৎ বিশ্বের প্রায় সকল ভাষাতেই অনুবাদ করা হয়েছে।

এই কোর্সে বাইবেল থেকে অনেক উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। একারণে এসব উক্তি তুলে ধরা হয়েছে যেন এই অংশগুলি আপনি আপনার বাইবেলেও দেখতে পারেন ও বুঝতে পারেন যে কি লেখা হয়েছে। উক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে বাইবেলের কোন না কোন বইয়ের নাম লেখা হয়েছে, এর সাথে কয়েকটি সংখ্যাও দেয়া থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ, ২য় তীমথিয় ৩ঃ১৬। আপনি যদি না জানেন ২য় তীমথিয় বইটি বাইবেলের কোথায়, তবে আপনার বাইবেলের প্রথম দিকের সূচীপত্র দেখে বের করুন সেটি কত পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে ও পদের সংখ্যায় প্রথমতঃ ৩ হচ্ছে অধ্যায়ের সংখ্যা ও ১৬ হচ্ছে পদ এর সংখ্যা। একই পদ সংখ্যায় একসাথে কয়েকটি পদও থাকতে পারে। সুতরাং একটি পদসংখ্যা পাবার পর বাইবেল থেকে সেটি খুঁজে বের করুন, তারপর যতক্ষণ না সেই অধ্যায় পান ততক্ষণ খোঁজ করুন, এরপর সেই অধ্যায় থেকে নির্দিষ্ট পদটি বা পদগুলি বের করুন। (তাহলে উদাহরণে দেখানো পদ সংখ্যাটির অধ্যায় ৩ ও পদ ১৬)।

বাইবেলের শিক্ষামালা এই জন্য দেওয়া হয়নি যে আমরা আমাদের লাভের জন্য কোন সার্টিফিকেট গ্রহণ করি, কিন্তু এটা এই কারণে দেওয়া হয়েছে যেন আমরা শিখতে পারি যে, কিভাবে জীবনযাপন করলে ঈশ্বর খুশি হন এবং আপনার জীবনে বর্তমানে মহত্তর উপকার হয় ও জীবনে অনন্ত জীবনের আশা থাকে।

বাইবেলের লেখায় **ঈশ্বর** আপনার কাছে এই চ্যালেঞ্জ রাখতে চান যেন আপনি বাইবেল পড়ে তার অর্থ খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন ও তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন। আর এই জন্যই বাইবেল লেখা হয়েছে এবং এর মাঝে তিনি বলেছেন -

১। তাঁর নিজের সম্পর্কে, যে তিনিই **একমাত্র ঈশ্বর**।

২। কেন এই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কেনই বা আজকের এই পৃথিবী এমন।

৩। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং কেন আমরা জন্মগ্রহণ করি ও কেন মারা যাই।

৪। কেন এই জগতে ভালোবাসা ও উত্তমতা রয়েছে এবং কেনইবা ঘৃণা ও মন্দতা রয়েছে।

৫। কিভাবে আমরা ঈশ্বর ও অন্য মানুষদের সঙ্গে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করব যাতে ঈশ্বর আমাদেরকে অনন্ত জীবনের পুরস্কার দান করতে পারেন। আবার যখন আমরা ঈশ্বরের আইন বা নিয়ম পালন না করি তখন আমরা পাপ করি এবং সেই পাপের শাস্তি কেন মৃত্যুবরণ।

৬। **ঈশ্বরের একজন সন্তান রয়েছে, তিনি যীশু খ্রীষ্ট**, যিনি ইহুদী নারী মরিয়ম এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

৭। ঈশ্বর আমাদের সকল পাপের ক্ষমা করে দিতে চান যদি আমরা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করতে পারি।

৮। এই পৃথিবীতেই ঈশ্বর তাঁর নির্দোষ স্বর্গীয় প্রশাসন দ্বারা এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

৯। এই পৃথিবী একটি সত্যিকার স্বর্গে পরিবর্তিত হবে।

১০। ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমেই তাঁর বাক্য বা বাইবেলের পবিত্র বাক্য পালনকারী বাধ্য বিশ্বাসীরাও নির্দোষ হয়ে উঠবে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে অনন্তকাল ধরে কোন প্রকার দুঃখ-ব্যাথা ও মৃত্যু ছাড়াই বসবাস করবে।

যীশু খ্রীষ্ট ও পুরাতন নিয়ম

সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব বিচারের যীশু খ্রীষ্টেরই রয়েছে সব কিছুর মাঝে সর্বোচ্চ ক্ষমতা। তাঁকেই কোণের প্রধান প্রস্তর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তিনিই ঈশ্বরের সকল পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং এখানে অবাক হবার কিছুই নেই যখন আমরা পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের পুত্র, যীশু সম্পর্কে বহু ভবিষ্যতবাণী দেখতে পাই। সব থেকে আশ্চর্য্যের বিষয়টি হচ্ছে, যীশুর জন্মের শত শত বছর আগে এসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং এগুলি নিখুঁত ভৌগলিক সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে।

এখানে পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের কিছু ঘটনাবলীর উদাহরণ দেওয়া হল-

পুরাতন নিয়ম	নূতন নিয়ম
"পরে সদাপ্রভুর দূত ... অব্রাহামকে ডাকিয়া কহিলেন... তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" আদিপুস্তক ২২:১৫,১৮	"অব্রাহামের প্রতি তাহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবচনে 'আর বংশ সকলের প্রতি' না বলিয়া, একবচনে বলেন, 'আর তোমার বংশের প্রতি', সেই বংশ খ্রীষ্ট।" গালাতীয় ৩:১৬
"দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইম্মানূয়েল [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে।" যিশাইয় ৭:১৪	"মরিয়ম, ভয় করিও না... তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম যীশু রাখিবে।" লূক ১:৩১
"তিনি মেষপালকের ন্যায় আপন পাল চরাইবেন, তিনি শাবকদিগকে বাহুতে সংগ্রহ করিবেন, এবং কোলে করিয়া বহন করিবেন, দুগ্ধবতী সকলকে তিনি ধীরে ধীরে চালাইবেন।" যিশাইয় ৪০:১১	"আমিই উত্তম মেষপালক, উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করে।" যোহন ১০:১১

পুরাতন নিয়ম	নূতন নিয়ম
"হে সিয়োন-কন্যা অতিশয় উল্লাস কর, হে যিরূশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনী কর। দেখ, তোমার রাজা তোমার নিকটে আসিতেছেন; তিনি ধর্মময় ও পরিত্রাণযুক্ত, তিনি নম্র ও গর্দভে উপবিষ্ট, গর্দভীর শাবকে উপবিষ্ট।" সখরিয় ৯:৯	"যীশুর শিষ্যেরা... গর্দভীকে ও শাবকটিকে আনিলেন, এবং তাহাদের উপরে আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া দিলেন, আর তিনি তাহাদের উপরে বসিলেন। আর যে সকল লোক... চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, 'হোশান্না দায়ূদ-সন্তান, ধন্য যিনি [রাজা] প্রভুর নামে আসিতেছেন; ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না।" মথি ২১:৭-৯; লূক ১৯:২৮-৩৮
গীতসংহিতা ২২ অধ্যায়ে আমরা পড়ি কিভাবে সাধারণ লোকেরা যীশুকে ঠাট্টা করেছিল। ৭ ও ৮ পদ।	মথি ২৭ ও যোহন ১৯ অধ্যায় এই সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ লেখা আছে। মথি ২৭:২৯-৪৩ পদে এই ঠাট্টা বিদ্রুপ করা সম্পর্কে বর্ণনা আছে।
১৬ পদে যীশুর ক্রুশারোপন সম্পর্কে লেখা আছে।	মথি ২৭:৩৫-৩৮ পদে বিস্তারিত বর্ণনা আছে যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে।
১৮ পদ বলে সৈন্যরা তাঁর পোষাক নিয়ে গুলিবাট বা লটারী করবে।	মথি ২৭:৩৫ ও যোহন ১৯:২৩-২৪ পদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে।

আমরা এখানে বিস্তারিত কয়েকটি উদাহরণ এনেছি এজন্য যে এগুলি বাইবেলের একটা অপূর্ব শব্দ চিত্রাবলী তুলে ধরে যা এই বাইবেলকে বিশ্বের একটি অতিশয় মহান পুস্তকের মর্যাদা দান করে। আর সেই শব্দাবলী হচ্ছে এই যে এখানে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ঘটবার শত শত বছর আগে বাইবেলে লেখা হয়েছে।

এবার আমরা সংক্ষেপে দেখি যে যীশু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত রাজা এবং মানব জাতিয় উদ্ধারকর্তা, পরবর্তী পাঠে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। পুরাতন নিয়মে বর্ণিত তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন ভবিষ্যত বাণীসমূহ যখন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত বিশ্বাসীরা পাঠ করে তখন বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে বসবাসকারী বিশ্বাসীরা উৎসাহিত হয় ব্যাপকভাবে।

বর্তমান যুগে অনেক বিশ্বস্ত লোক আছেন যারা তাদের প্রতিদিনকার কঠিন বাস্তবতায় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এই নিশ্চয়তা জ্ঞান দ্বারা সহায়ক শক্তিসান্ত না লাভ করে যে প্রতিজ্ঞাত রাজা যীশু শীঘ্রই ন্যায্যতায় ও সত্যের দ্বারা এই পৃথিবী শাসন করার জন্য আসবেন। এই সব লোকেরা বাইবেলে যা কিছু পাঠ করে তার উপর ভিত্তি করেই তাদের প্রত্যাশা ধারণ করে এবং এ বিষয়ে আস্থাবান হয়ে ওঠে যে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞা সকল অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন।

এই একই যীশুকে পুরাতন নিয়মে অব্রাহমের কাছে, দায়ূদের কাছে, যিশাইয়ের কাছে ও আরো অনেকের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন। সেই একই যীশু এই জগতে বসবাস করবেন বাস্তবে এবং বহুজনের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ দেখালেন এবং অবশেষে হিংসাপরায়ণ শাসকদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুবরণ করলেন, যেভাবে নূতন নিয়মে বর্ণনা করা হয়েছে।

আবার সেই একই যীশু সর্বময় ক্ষমতা ও গৌরবের সাথে ফিরে আসবেন এই গোটা পৃথিবীকে শাসন করার জন্য। যে বিষয়ে পুরাতন ও নূতন উভয় নিয়মেই বর্ণনা করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

সার সংক্ষেপ ঃ

এই পাঠের মূল বিষয়গুলি এমন যে -

১। বাইবেল অতীব উল্লেখযোগ্য ও অপূর্ব একটি বই।

২। স্বয়ং ঈশ্বর এই বাইবেলের লেখক।

৩। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সকল পরিকল্পনার মধ্যমণি বা প্রাণ কেন্দ্র।

৪। পুরাতন ও নূতন নিয়ম বাইবেলের এই উভয় অংশেই বহুবার প্রতিজ্ঞাত রাজা ও উদ্ধারকর্তা যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ১
বাইবেল সম্পর্কে

১। বাইবেল কথাটির অর্থ কি ?

২। সর্বমোট কয়টি বই নিয়ে বাইবেল ?

৩। পুরাতন নিয়ম কখন লেখা হয় ?

৪। নূতন নিয়ম কখন লেখা হয় ?

৫। সাধারণত কোন্ শ্রেণীর লেখকরা ঈশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে এই বইগুলি লিখেছেন ?

৬। কত বছর ধরে এই বইগুলি লেখা হয়েছিলো ?

৭। শাস্ত্র বলতে এখানে কি বুঝানো হয়েছে ?

৮। ঈশ্বর কিভাবে এই বাইবেল লিখলেন ?

৯। ঈশ্বর কে ?

১০। "আনুগত্য" অর্থ কি ?

১১। "বাধ্যতা" অর্থ কি ?

১২। বাইবেল পড়ার প্রয়োজনীয়তা কি সার্টিফিকেট গ্রহণ করা, না ঈশ্বরকে খুশী করা বা অনন্ত জীবনের সম্বন্ধে জানা ?

১৩। বাইবেল আমাদের জানায় যে তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, এই কথাটি কি সত্য ?

১৪। পিতা ও পুত্রকে কিভাবে এক বলা যায় ?

১৫। ঈশ্বরের সন্তানের নাম কি ?

১৬। কিভাবে ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন ?

১৭। ঈশ্বর কোথায় তার প্রতিজ্ঞা করা এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন ?

১৮। সদাপ্রভু কাকে ডেকে বললেন, 'তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে' ?

১৯। কাকে কোনের প্রধান প্রস্তর হিসাবে পুরাতন নিয়মে বর্ণনা করা হয়েছে ?

২০। ঈশ্বরের সকল পরিকল্পনার কেন্দ্র বিন্দু কে ?

২১। পুরাতন নিয়মের যিশাইয় ৭ঃ১৪ পদটি কার আগমনের ভবিষ্যতবানী ইঙ্গিত করে ?

২২। 'এই পৃথিবী একটি সত্যিকার স্বর্গে পরিবর্তিত হবে' - এই কথাটি কি সত্য ?

২৩। "আমিই উত্তম মেষপালক, উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করিবেন" - যোহন ১০ঃ১১
উপরোক্ত কথাগুলি কে বলেছেন ? তার কথাগুলি কি সঠিকভাবে প্রমাণিত ?

২৪। 'ইম্মানূয়েল' এর অর্থ কি ?

২৫। "আর দেখ তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে" এই কথাটি কে কাকে বলেছিলো ?

২৬। যীশু কখন ন্যায্যতার ও সত্যের দ্বারা এই পৃথিবী শাসন করার জন্য আসবেন ?

২৭। কার দ্বারা ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা সকল অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন ?

২৮। বাইবেলে পুরাতন ও নূতন নিয়মে বহুবার উল্লেখিত প্রতিজ্ঞাত রাজা ও উদ্ধার কর্তা কে ?

২৯। ২য় তীমথিয় ৩ঃ১৬-১৭ পড়লে কি দেখা যায় ঈশ্বরের লোক কেমন ?

৩০। ঈশ্বর নিশ্বসিত শাস্ত্রলিপি বা বাক্য কি ?

পাঠ - ২
আমরা যা বিশ্বাস করি সেটা কি কোন বড় বিষয় ?

বাইবেল পাঠঃ ১ম রাজাবলি ১৮ অধ্যায়
গালাতীয় ১ অধ্যায়
২য় তীমথিয় ৪:১-৪

আমরা পছন্দ করি আর নাই করি আমাদের জন্মগ্রহণ করতেই হয় ও মৃত্যুবরণও করতে হয়। তবে বাইবেল শিক্ষা দেয়, এমন একটা সময় আসবে যখন যারা মারা যান তাদের মধ্যে অনেকে আবার জীবন লাভ করবে। বাইবেল বলে,

> "প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন- যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে- কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; **কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে, এই তাঁহার বাসনা"** ২য় পিতর ৩:৯।
>
> "কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়" যোহন ৩:১৬-১৭।

ঈশ্বরের কাছ থেকে মঙ্গল বা ভালো দান গ্রহণ করে আমরা সকলেই খুশি হই এবং এর বিনিময়ে আমরা কৃতজ্ঞতা, বাধ্যতা আনুগত্যতা রক্ষা করি ঈশ্বরের প্রতি। এর বিনিময়ে আবার ঈশ্বর আমাদের প্রতি যত্নবান থাকেন, বিশেষত আমাদের জন্য চিরস্থায়ী কল্যাণ এমনকি আমাদেরকে মরণশীলতা থেকে মৃত্যুহীন অবস্থায় নিয়ে যান, যারা আর কখনই মরিবেন না, এটা ঈশ্বরের এক মহান দয়া আমাদের জন্য।

বেছে নেবার দায়িত্ব আমাদের, আমরা কি ঈশ্বরকে ও তাঁর পবিত্র বাক্যকে অবহেলা করব, যার ফলশ্রুতিতে আমাদের নিজেদেরকে খুশি করব এবং

সবশেষে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব - নাকি আমাদের ভালোর জন্যই ঈশ্বরকে ভালবাসব ও তাঁর সেবা করব এবং শেষে 'অনন্তজীবন' গ্রহণ করব।

কোনটা আমরা বেছে নেব?

আমাদের নিজেদের খুশি রাখা ও অবশেষে ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে যদি আমরা বেছে নিই, তবে নিজেদেরকে ছাড়া আমরা অন্য কাউকে দোষারোপ করতে পারি না। আমাদের ব্যাপারে আর এমন কোন অতিমানবীয় শক্তি নাই যা ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। খুব পরিষ্কারভাবে ঈশ্বর আমাদেরকে বলেন, তাঁর পাশে আর কোন দেবতা নাই । "আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়" (যিশাইয় ৪৫:১৮)।

যারা ঈশ্বরকে সেবা করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবার ও যারা তাকে অবজ্ঞা করবে তাদেরকে শাস্তি দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন ঈশ্বর। যারা তাঁকে সেবা করবে পুরস্কার হিসাবে তারা এই পৃথিবীতেই অনন্তজীবন লাভ করবে। অন্যদিকে শাস্তি হিসাবে অনন্তকালীন মৃত্যু লাভ করতে হবে। এই কোর্সের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তটি বেছে নিতে সাহায্য করা।

বাইবেলের গুরুত্বঃ

পাঠ ১- এ উল্লেখিত ২য় তীমথিয় ৩:১৫-১৭ অংশটি দয়া করে আবার পড়ুন। আমরা শুনেছি যে বাইবেলের জ্ঞান,

> "তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সেই সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে। ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিভূত হয়"।

এর অর্থ এই যে বাইবেল আমাদেরকে এমন জ্ঞান দান করে যা ঈশ্বরকে খুশি করতে ও অনন্তজীবন লাভ করতে সাহায্য করে। শিক্ষাদান করা, নিশ্চয়তা জ্ঞান লাভ করা, সংশোধন করা ও নির্দেশনা দান করার ক্ষেত্রে বাইবেল খুবই উপকারী।

সেই মন নিয়ে এই বাইবেল করস্পনডেন্স কোর্সটির দায়িত্ব আপনার গ্রহণ করা উচিত, যা বাইবেল আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয় সে বিষয়ে আগ্রহী হতে সাহায্য করে। যথেষ্ট প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ সহকারে তা করি যেন বাইবেল নিজেই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। দয়া করে লক্ষ্য করুন, শুধুমাত্র বাইবেলের একটি পদ পড়াই যথেষ্ট নয় ও এই একটি পদের উপর গড়ে উঠা শিক্ষা গ্রহণ করাই ঠিক নয় বরং একইরকম পদগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন ও প্রকৃত শিক্ষাটি খুঁজে পেতে চেষ্টা করুন। উদাহরণস্বরূপ, কারণ যীশু এক জায়গায় বলেছেন, "আমি ও পিতা, আমরা এক" (যোহন ১০:৩০) এ-পদ অনুসারে অনেক লোক বলেন যে যীশু ঈশ্বরের সমান; কিন্তু যীশু অন্য জায়গায় একথাও বলেছেন, "আমার পিতর, তিনি সর্বাপেক্ষা মহান" (যোহন ১০:২৯; ১৪:২৮)। সুতরাং একারণেই আমাদের উচিত একই ধরনের পদগুলির সবই একটির সাথে অন্যটির তুলনা করে পড়া যেন আমরা খুঁজে বের করতে পারি প্রকৃত **'সত্য'** কি লেখা হয়েছে।

বাইবেল সঠিকভাবে অধ্যয়ন করা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। প্রেরিত পৌল আমাদেরকে বলেন, (২য় তীমথিয় ২:১৫) ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল পাঠ করতে, 'যা সত্যের বাক্যকে সঠিকভাবেই খণ্ডন করে'। আর খ্রীষ্টাডেলফিয়ান হিসাবে আমাদের উদ্দেশ্য এই যেন আমাদের পাঠানো এই কোর্সের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে সহায়তা লাভ করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে বলছি, "খ্রীষ্টাডেলফিয়ান" শব্দটির অর্থ হচ্ছে, "খ্রীষ্টেতে ভ্রাতা"।

ঈশ্বর যা বলতে চান তা যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি তবেই বাইবেল অধ্যয়ন আমাদের কাছে অর্থবহ হয় ও এর গুরুত্ব থাকে। বাইবেলে প্রায়ই 'সুসমাচার' কথাটি পাওয়া যায়। এর অর্থ সুখবর - বর্তমান মন্দ ও সমস্যাপূর্ণ পৃথিবীকে এক মহাশান্তি - ও সমৃদ্ধির মাঝে নিয়ে যাবার ঈশ্বরীয় পরিকল্পনার কথা বলাই হচেছ এই সুখবর। (পরবর্তী এক পাঠে এবিষয়ে আরো বেশি আলোচনা করা হয়েছে)। মানুষ যদিও বহুবার যেটা সঠিক কাজ সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে তবুও আমরা বাইবেলের মধ্য দিয়ে দেখেছি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মহানুভবতা বা অনুগ্রহ। কোন মানুষই নিজেকে তার পাপের ফলাফল থেকে রক্ষা করতে পারে না, একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট যিনি এই জগতে বসবাস করেছিলেন ও আমাদের পাপের জন্য

মৃত্যুবরণ করেছিলেন তার মাধ্যমে আমাদের সকলের পাপের ক্ষমালাভের সুযোগ দান করেছেন, এই ক্ষমালাভের জন্য কার পাপ কত বেশি, কি কম কিংবা নূতন কি পুরাতন সেটা বড় বিষয় নয়। আর যখন আমাদের সব পাপ ক্ষমা করা হয়েছে তখন অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা থাকে আমাদের জীবনে। আর পাপের ক্ষমা না পেলে আমাদের জীবনে কোন আশা থাকে না। সুতরাং যারা তাঁর বাক্য পালন করে বাইবেলের বার্তা তাদের জন্য সেই সুখবর নিয়ে আসে যা বর্তমানে অন্তরের ভিতরের শান্তি ও আনন্দ এবং ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর উপরেই 'অনন্তজীবন' দানের প্রতিজ্ঞা করে।

এই কোর্সের পাঠগুলো ঠিকমত পড়তে থাকলে ও নিজের বাইবেলটি বেশ সতর্কতার সাথে পড়লে আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন যে অনেক বিষয়ে বাইবেল যে শিক্ষা দেয় তা আজকের অনেক মণ্ডলীর শিক্ষা থেকে একেবারে ভিন্ন। যীশুর মৃত্যুবরণের পর পরই তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের আসল শিক্ষাগুলি অন্যকিছুর সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে কিংবা বিকৃত করে ফেলা হয়েছে এবং যীশুর মৃত্যুর পরে ৩য় শতাব্দী থেকেই রোমের মণ্ডলীই সমগ্র মণ্ডলীগুলোর মাঝে প্রধান হয়ে উঠে। মূলতঃ রাজনৈতিক কারণেই ৪র্থ শতাব্দীতে রোমীয়, গ্রীক ও মিশরীয় দর্শনগত শিক্ষাকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করে। উপরোক্ত দর্শনগুলো মানুষের প্রয়োজনে মানুষের দ্বারাই গড়ে উঠেছে। রোমীয় ১:২১-২৫ অংশটি পড়ুন। উদাহরণস্বরূপ তারা শিক্ষা দিয়েছিল যে ঈশ্বর ত্রিত্বের ঈশ্বর, তিনি যিহুদীদের 'এক ঈশ্বর নন', অবশ্য বাইবেল শিক্ষা দেয় "ঈশ্বর একজনই"। তারা শিক্ষা দিত, মানুষের অমরণশীল একটি আত্মা রয়েছে। এই আত্মার মধ্যে যেগুলি খারাপ বা পাপী লোকের আত্মা সেগুলি নরকে কিংবা 'পারগেঁটরী' নামক স্থানে পাঠানো হয় যেখানে সর্বদা পীড়ন-যন্ত্রণা ভোগ করে এবং ভালো আত্মারা স্বর্গে চলে যায় বলে দাবী করতেন। অমরণশীল আত্মার এই ধারণায় যারা বিশ্বাস করত তাদেরকে নানাভাবে শোষণ করার ও ভিত্তিহীন ভয়ভীতি বজায় রেখে অনেককিছু করিয়ে নেবার সুযোগ নিত। অনেকে আবার তাদের প্রিয়জনকে সেই নরক বা পারগেটরীর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবার জন্য কর্তৃপক্ষকে মোটা অঙ্কের টাকা দিত। কিন্তু বাইবেল শিক্ষা দেয়, মৃতেরা কেউ কোন কিছু সম্পর্কেই জানে না এবং তারা একটি 'পরম' স্থানে রক্ষিত হয়। অন্য আর একটি মণ্ডলী শিক্ষা দেয়,

প্রত্যেক মানুষের মাঝে একটি অতিমানবীয় বা অতিপ্রাকৃতিক সত্ত্বা থাকে যেটি সবসময় ঈশ্বরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িত হয়। কিন্তু বাইবেল আমাদেরকে বলে যে প্রকৃতিগত ভাবেই মানুষের মন মন্দ, মানুষের নিজের কামনা-বাসনা ও আকাংখা চরিতার্থ করার জন্যই মানুষ পাপ করে। এমন ধরণের অনেক ভ্রান্ত শিক্ষা আজকের অনেক মণ্ডলী দিয়ে থাকে।

সুতরাং এ কারণেই আমরা যা বিশ্বাস করি সে বিষয়ে আমাদের পূর্ব সতর্কতা থাকা আবশ্যক। এমনকি আজকের জন্যও বাইবেল, বিশেষ করে নূতন নিয়ম আমাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করে যে, 'শেষদিনে' ভ্রান্ত শিক্ষক আসবে ও তারা ধ্বংসের পথে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। যীশু ও পৌল উভয়েই এমন ভ্রান্ত - অবস্থার আশঙ্কা আগেই করেছিলেন। যীশু এভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন- মথি ৭:১৫-

> "ভাক্ত ভাববাদিগণ (শিক্ষক) হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া"।

অন্যদিকে প্রেরিত ২০:১৭-৩৮ অংশের বর্ণনা অনুসারে পৌল এদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, যে কারণে তিনি ইফিষীয় ছেড়ে চলে আসেন, এই অংশটির কিছু আমরা তুলে ধরছি-

> "আমি জানি, আমি গেলে পর দুরন্ত কেন্দুয়ারা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে, পালের প্রতি মমতা করিবে না; এবং তোমাদের মধ্য হইতেও কোন কোন লোক উঠিয়া শিষ্যদিগকে আপনারদের পশ্চাৎ টানিয়া লইবার জন্য বিপরীত কথা কহিবে। অতএব জাগিয়া থাক; স্মরণ কর..."।

পৌল যেখানেই গিয়েছেন, কথা বলেছেন সেখানেই তিনি এই ভ্রান্ত-শিক্ষার বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করেছেন- যেমন ২য় থিষলনীকীয় ২:১-৩, ১৫ পদ-

> "তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি...মনের স্থিরতা হইতে বিচলিত বা উদ্বিগ্ন হইও না ... কেহ কোন মতে যেন তোমাদিগকে না ভুলায়... হে ভ্রাতৃগণ, স্থির থাক, এবং আমাদের বাক্য অথবা পত্র দ্বারা যে সকল শিক্ষা পাইয়াছ, তাহা ধরিয়া রাখ''

২য় তীমথিয় ৪:৩-৫ পদ বলে -

"কেননা এমন সময় আসিবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কানচুল্‌কানি-বিশিষ্ট হইয়া আপন আপন অভিলাষ অনুসারে আপনাদের জন্য রাশি রাশি গুরু ধরিবে, এবং সত্য হইতে কান ফিরাইয়া গল্পের দিকে বিপথে যাইবে। কিন্তু তুমি সর্ববিষয়ে মিতাচারী হও..."

গালাতীয় ১:৭-৯ পদ বলে -

"তাহা আর কোন সুসমাচার নয়; কেবল এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা তোমাদিগকে অস্থির করে, এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত করিতে চায়। কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে - আমরাই করি, কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক - তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।"

পৌল তাঁর পত্রে সুসমাচার সম্পর্কিত বার্তাকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে আবার ৯ পদে তিনি একই বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে লিখেছেন। ২য় পিতর ২:১-৩ অংশে আমরা দেখি প্রেরিত পিতরও ভ্রান্ত-শিক্ষকদের সম্পর্কে লিখেছেন-

"কিন্তু প্রজাবৃন্দের মধ্যে ভাক্ত ভাববাদীগণও উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই প্রকারে তোমাদের মধ্যেও ভাক্ত গুরুরা উপস্থিত হইবে, তাহারা গোপনে বিনাশজনক দলভেদ উপস্থিত করবে, যিনি তাহাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, সেই অধিপতিকেও অস্বীকার করিবে... আর অনেকে তাহাদের স্বৈরাচারের অনুগামী হইবে... লোভের বশে তাহারা কল্পিত বাক্য দ্বারা তোমাদের হইতে অর্থলাভ করিবে"।

উপরোক্ত এসব এবং আরো অনেক বাইবেলের পদ খুব পরিষ্কারভাবে বলে যে মিথ্যা বা ভ্রান্ত শিক্ষকরা আসবে, ও তারা অসত্য বিষয় শিক্ষা দেবে। এসব ভ্রান্ত শিক্ষকরা তাদের অনেক ভক্ত বা অনুসারীও যোগাড় করবে, মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করার ও অনেক সভার আয়োজন করবে যেখানে তারা যীশুর নামেই সবকিছু করবে, আসলে তাঁর প্রতিজ্ঞাসমূহকে তারা অস্বীকার করেই সব কিছু করবে।

এজন্য এ ধরণের মিথ্যা শিক্ষক ও তাদের শিক্ষা থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে। খুব সতর্কভাবে তাদের শিক্ষা বাইবেলের শিক্ষার সাথে তুলনা করতে হবে এবং যতটুকু বাইবেলের দৃষ্টিতে সঙ্গত ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে। যারা তাদের এসব শিক্ষা প্রদানের জন্য অর্থবিত্ত দিতে চায় আরো অনেক অনুসারী তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য; বিশেষভাবে তাদের থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

তাহলে এখন আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কেন আমরা এ পাঠের প্রথম প্রশ্নটি করেছিলাম যে-

"আমরা যা বিশ্বাস করি সেটা কি কোন বড় বিষয় ?"

আমরা মনে করি, হ্যাঁ অবশ্যই এটা একটা বড় বিষয়। কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে গ্রহণ করবার আগে সঠিক বা প্রকৃত সুসমাচারে বিশ্বাস করা আমাদের জন্য একটা অনিবার্য বিষয়।

এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে কোর্সের পরবর্তী এক পাঠে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আহ্বান জানাই এই কোর্স চালিয়ে যাবার জন্য সেটা করা না করা আপনার বিষয়। যদি আপনি কোর্সটি চালিয়ে যান, এবং আমরা সেটাই আশা করি তাহলে দয়া করে এর সাথে সংযুক্ত পৃষ্ঠায় হ্যাঁ ঘরে টিক চিহ্ন দিন।

আপনি যদি এই কোর্সটি চালিয়ে যান তবে আমরা নিশ্চিত যে বাইবেলের সত্য সম্পর্কে যা শিখবেন সেটা আপনার জীবনকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করবে। ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমরা যে সত্য ধারণা লাভ করব তা আমাদেরকে বিনয়ী বা নত-নম্র, বিশ্বাসী, প্রত্যাশা ও ভালোবাসার পথে উৎসাহিত করবে। আমরা নিশ্চিত ভাবে হয়ে উঠব আরো সুখী, আরো বেশি সন্তুষ্ট, আরো ভালোবাসায় পূর্ণ, আরো বিশ্বস্ত, আরো সৎ- প্রকৃতপক্ষে আরো বেশি ঈশ্বরের মত।

যদি আমরা সত্যই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি তবে আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে এই পৃথিবীতেই একটি সুখী-সমৃদ্ধিপূর্ণ সুন্দরপৃথিবী ।

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ২

আমরা যা বিশ্বাস করি সেটা কি কোন বড় বিষয় ?

১। ২য় পিতর ৩ঃ৯ পদ অনুসারে ঈশ্বরের বাসনা কি ?

২। ঈশ্বর কি প্রেম করিলেন যাতে জগতের পাপী মানুষ অনন্ত জীবনের আশা করতে পারে ?

৩। জগৎ কার মাধ্যমে পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবে ?

৪। ঈশ্বরের কাছ থেকে মঙ্গল বা ভাল দান গ্রহণ করে আমরা খুশী হই কিন্তু এর বিনিময়ে আমাদের তাকে কি দেওয়া প্রয়োজন ?

৫। যদি আমরা ঈশ্বরকে আমাদের বাধ্যতা, কৃতজ্ঞতা আনুগত্য প্রদান করি তিনি আমাদের জন্য কি দিবেন ?

৬। নিজেকে খুশী রাখতে চাইলে জগতে আমাদের কি অবস্থা হবে ?

৭। যিশাইয় ৪৫ঃ১৮ পদ পড়লে আপনি কি মনে করতে পারেন যে ঈশ্বরের সমতুল্য ক্ষমতাবান কোন দেবতা আছে ?

৮। যারা ঈশ্বরকে সেবা করবেন তাদেরকে ঈশ্বর কিভাবে কোথায় পুরস্কৃত করবেন ?

৯। যারা ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করবেন তাদের শাস্তি কি ?

১০। বাইবেলের জ্ঞান, পরিত্রাণ লাভের জন্য আমাদের প্রজ্ঞাবান করে তোলে এর অর্থ কি ?

১১। শুধুমাত্র বাইবেলের একটি পদ পড়াই কি যথেষ্ট ও এই একটি পদের উপর গড়ে উঠা শিক্ষা গ্রহণ করা কি ঠিক ?

১২। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে কি প্রয়োজন ?

১৩। যদি আপনার কাছে যোহন ১০ঃ৩০ ও যোহন ১০ঃ২৯ পদ কেহ উপস্থাপন করে থাকেন তবে কোন পদটি আগে লেখা হয়েছে আপনি বলবেন ?

১৪। যোহন ১০ঃ২৯ পদটি এই কথা কি প্রকাশ করেনা যে ঈশ্বর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনি মহান, তার সমতুল্য কেহ নাই ?

১৫। ঈশ্বরের আদর্শ, গুণাগুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি যীশুর মধ্যে থাকে তাহলে কি যীশু বলতে পারেন না যে, 'আমি ও আমার পিতা, আমরা এক' ?

১৬। যীশু যোহন ১০ঃ২৯ পদটি যে দৃষ্টিকোন থেকে বলেছেন "পিতা সর্বাপেক্ষা মহান" সেই একই দৃষ্টিকোন থেকে কি যোহন ১০ঃ৩০ পদটি উল্লেখ করেছেন ?

১৭। 'খ্রীষ্টাডেলফিয়ান' অর্থ কি ?

১৮। 'সুসমাচার' কথাটির অর্থ কি ?

১৯। কোন মানুষ কি নিজেকে তার পাপের ফল থেকে রক্ষা করতে পারে ?

২০। কার মাধ্যমে আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা লাভের সুযোগ পেতে পারি ?

২১। যদি সর্তকতার সহিত আপনি বাইবেল পড়েন তবে লক্ষ্য করবেন বাইবেল যে শিক্ষা দেয় তার সঙ্গে কি আজকের অনেক মণ্ডলীর শিক্ষার মিল আছে ?

২২। কোন শতাব্দী থেকে রোমের মণ্ডলীই সমগ্র মণ্ডলীগুলোর মাঝে প্রধান স্থান পেয়েছিল ?

২৩। কোন সময় থেকে যীশুর ও তার শিষ্যদের আসল শিক্ষাগুলি অন্য কিছুর সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে কিংবা বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল ?

২৪। বাইবেল মৃতদের সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয় ?

২৫। মানুষ কিভাবে পাপ করে এ বিষয়ে বাইবেল আমাদের কি শিক্ষা দেয় ?

২৬। বাইবেলের নূতন নিয়ম আমাদের কি বলে, শেষ দিনে কারা আসবে, তারা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ?

২৭। মথি ৭ঃ১৫ পদে যীশু আমাদের কিভাবে সর্তক করে দিয়ে কি বলেছেন ?

২৮। প্রেরিত ২০ঃ১৭-৩৮ অংশের বর্ণনানুসারে পৌল কেন ইফিষীয় ছেড়ে চলে যান ?

২৯। প্রেরিত পৌল (২য় থিষলনীকীয় ২ অধ্যায়) যেখানেই গিয়েছেন একটা বিষয় সতর্ক করেছেন সেই বিষয়টি কি ?

৩০। ২য় তীমথিয় ৪ঃ৩ পদ পড়লে যে নিরাময় শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হয় এই শিক্ষা কি ? কেন এটা সহ্য হবে না ?

এখন, আপনি এই কোর্স পড়া চালিয়ে যেতে চান?

হ্যাঁ.....না

আশা করছি, আপনি হ্যাঁ স্থানে টিক চিহ্ন দিয়েছেন।